অদ্য প্রতিপক্ষের লিখিত বর্ননা দাখিল ও নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া ম্যান্ডেটরী ইনজাংশন এর প্রার্থনা করেন।

১-৪ নং বিবাদী পক্ষ দরখাস্ত দাখিল করিয়া জবাব দাখিলের জন্য সময়ের আবেদন করেন। সময়ের আবেদন মঞ্জুর।

অতপর নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি এবং ম্যান্ডেটরী ইনজাংশন দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে শ্রবন করলাম।

আগামী ০৬/০৩/২০২৩ ই আদেশ।

অদ্য নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে ও ম্যান্ডেটরী ইনজাংশন বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি হাজির। বিবাদীপক্ষ অনুপস্থিত।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ বিগত ০৮/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ১-৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ মতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।

বাদীপক্ষের নিষেধাজ্ঞা দরখাস্তের মূল বক্তব্য হলো, নালিশী তফসিল বর্নিত ভুমি বাদীর মৌরশি স্বত্ব দখলীয় অবিভক্ত ভুমি হয়। বিবাদীগণ নালিশী ভুমিতে সম্পূর্ন আগুন্তক হয়। অত্র মামলার ৫/৬ নং বিবাদী অন্যন্য শরীকানদের বিনা নোটিশে বিগত ২৪/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৭৯৮৩ নং রেজিঃ কবলামুলে ১-৪ নং বিবাদীর নিকট তফসিলাক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে ২৬/০৯/২০১৯ ইং তারিখে বাদী তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে সাক্ষীগনের উপস্থিতিতে তা খরিদের ইচ্ছা পোষন করেন। বিবাদীগণ কবলা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে বাদী মুসলিম শরীয়া আইন বিধান মোতাবেক অগ্রক্রয়ের নিমিত্তে অত্র মামলা দায়ের করেন। বিগত ০৫/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ১-৪ নং বিবাদীগণ কতিপয় সন্ত্রাসী লোক নিয়ে নালিশী ভুমিতে অনুপ্রবেশ করতঃ নালিশী ভুমিতে স্থাপনা নির্মান করায় এবং নালিশী ভুমিতে রুপ পরিবর্তন করার চেস্টা করিলে বাদীপক্ষ বাধ্য হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ণ করেন।

নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তের বিরুদ্ধে ১-৪ ন বিবাদীপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে, নালিশী সম্পত্তি ১-৪ নং বিবাদীগণ বিগত ১২/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত দলিল মূলে খরিদক্রমে নামজারি খতিয়ান সৃজনে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। নালিশী তফসিল আন্দরে ১৯ শতক ভুমিতে অত্র বিবাদীগণ বাউন্ডারী ওয়াল দিয়ে ভেতরে সেমিপাকা ঘর নির্মানে পরিবার নিয়ে বসবাস করছে। অত্র বিবাদীগণ নালিশী ভুমিতে স্বত্ব দখলবার হওয়ায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য , আরজি, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, আপত্তি সহ দাখিলী কাগজাদি এবং নথি পর্যালোচনা করলাম। প্রতীয়মান হয় যে, বাদীপক্ষ মুসলিম আইনরে বিধান মতে হকশফি (অগ্রক্রয়) এর প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। ইহা স্বীকৃত যে, বিবাদীপক্ষ তর্কিত কবলামূলে নালিশী তফসিল বর্নিত ভুমিতে বর্তমানে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। তর্কিত কবলা এবং ১৩৬৬২ নং নামজারি খতিয়ান হতে স্পষ্ঠ এরুপ ধারনা আসে যে বিবাদীগণ নালিশী ভুমিতে দখলকার আছেন। অগ্রক্রয়ের মামলায় চুড়ান্ত নিষ্পত্তিতে যদি প্রিয়েম্পটর/বাদীপক্ষ জয় লাভ করে শুধুমাত্র তখনই নালিশী সম্পত্তিতে প্রিয়েম্পটি/বিবাদীপক্ষের সকল স্বত্ব স্বার্থ বিলুপ্ত হয়ে নালিশী সম্পত্তি প্রিয়েম্পটর/বাদীপক্ষের উপর অর্পিত হয়। আর তখনই নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব স্বার্থ সৃষ্টি হয়। তার আগে অগ্রক্রয়াধীন ভুমিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ থাকে না। এরুপ অবস্থায়, অগ্রক্রয়ের আবেদন মঞ্জুরের পূর্বে বিবাদীপক্ষ কে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান হওয়া স্বত্বেও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ভোগদখলে কোনরুপ বাধা সৃষ্টি করা হলে তা ন্যায়ানুগ হবে না বলে আমি মনে করি। উল্লেখ্য যে , বাদীর নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তে এমন কিছু পরিলক্ষিত হয়নি যা থেকে ধারনা আসে যে , বিবাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তির কোনরুপ ক্ষতিসাধন করছেন বা বিনষ্ট করছেন। অত্র মামলা চলাবস্থায় নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষ যদি কোন স্থাপনা নির্মান করার চেষ্টা করেন তাহলে উহা বিবাদীপক্ষ সম্পূর্ন নিজ ঝুঁকিতে করছেন মর্মে ধরে নিতে হবে।

মামলার চুড়ান্ত রায়ে যদি বাদীপক্ষ জয়লাভ করে সেক্ষেত্রে বিবাদীপক্ষ উক্ত স্থাপনা বা আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রের জন্য কোন ধরনের ইকুইটেবল প্রতিকার পাবার অধিকারী হবেন না। অপরদিকে , নালিশী সম্পত্তি সহ সমস্ত জিনিসপত্র বাদীপক্ষের উপর ন্যস্ত হইবে। বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অগ্রক্রয়ের অধিকারী হবেন কিনা সেই বিষয়টি চুড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমানে নিরুপিত হবার অবকাশ রয়েছে। তবে এ পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুর হলে বিবাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তির বৈধ খরিদ্দার হওয়া স্বত্বেও উহা ভোগদখল করা থেকে বঞ্চিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তাতে তাহার অপূরনীয় ক্ষতি হইবে। অপরদিকে নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলে বাদীপক্ষের অর্থ দিয়ে পূরনীয় নয় এমন কোন অপূরনীয় ক্ষতি হইবে মর্মে দৃষ্ট হয়নি।

সার্বিক বিবেচনায় আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে বাদীপক্ষ অত্র মামলায় তাহার প্রাইমা ফেসী কেস প্রতিষ্ঠা করতে নিধারুনভাবে ব্যার্থ হয়েছে। সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের সম্পূর্ন প্রতিকুলে। তাছাড়া নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলে বাদীপক্ষের অপূরনীয় ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য। সুতরাং বাদীপক্ষ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশের মাধ্যমে কোন ধরনের ইকুইটেবল রিলিপ পাবার হকদার নন মর্মে বিবেচনা করি।

উক্তরুপ কারনে বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী Mandatory Injunction এর দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য নয় মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারী কতৃর্ক দাখিলী ০৮/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত এবং ২৪/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের Mandatory Injunction এর দরখাস্ত বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

আগামী ----------ইং পরবর্তী ধার্য তারিখ।